



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-৮
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৩-১৪
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৫
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৬
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৭
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৮

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলো পুনর্বাসনে গুরুত্ব আরোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) মাধ্যমে, এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানকালে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্রদেশের নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৬৭ জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৬৫%। বিগত ৩(তিন) অর্থবছরে পল্লী ও পৌর এলাকায় ৩৯৭৬ টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২২৪ টি Wash Block, ২১ কি:মি: বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন, ৫৫ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

রাষ্ট্রামাটি জেলা পাহাড়ী এলাকা বিধায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ীকরণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ। এই জেলার বৃহৎ অংশ দুর্গম এলাকা হওয়ায় দিন দিন ভাসমান লোকের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। এ চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক পৃথক বাজেট বরাদ্দকরণ। সামগ্রিক কাজের মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন সার্বজনীন কভারেজ সংজ্ঞায়িতকরণ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়/সমস্যা হল এই খাতে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

রাষ্ট্রামাটি জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ, জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন – ১২৪৮ টি
- ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট – ১ টি
- পাইপ লাইন স্থাপন-১৭ কিঃমিঃ
- পানির গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে পানির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা – ১২৪৮ টি
- ওয়াশ ব্লক -৫৮টি

Handwritten signature

Handwritten mark

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশামাটি বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের ২৫ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:



